যুগান্তর

তারিখ 03 JUL 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনলাইন পদ্ধতির ভর্তি

এবার কলেজভোগান্তি

মুসতাক আহমদ

প্রথম তালিকা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির কাজ শেষ হয়েছে। এখন ভর্তি করা শিক্ষার্থীর নাম অনলাইনে নিশ্চিত করতে হবে প্রত্যেক কলেজকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া এতটাই জটিল ও সময়সাপেক্ষ যে, বিষয়টি কলেজগুলোর জন্য রীতিমতো ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ঢাকা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের সার্বিক তথ্য ৪ জুলাইয়ের মধ্যে অনলাইনে দাখিল করার জন্য কলেজগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে— ভর্তি নিয়ে জটিলতা হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এটা মূলত তিনটি দিক নির্ণয়ের জন্য করা হচ্ছে। তা হচ্ছে— কলেজে মনোনীত শিক্ষার্থীর মধ্যে কতজন ভর্তি হয়েছে, কলেজে আর কতটা আসন ফাঁকা আছে এবং কতজন শিক্ষার্থী ভর্তির বাইরে আছেন। কিন্তু এজন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে গিয়ে অন্তত ১১ স্তরে তথ্য পূরণ করতে হবে। কিন্তু এ কাজটি যেমন জটিল, তেমনি সময়সাপেক্ষ। আর কাজ শুরুর পর সার্ভার স্লো হয়ে গেলে ভোগান্তির কোনো শেষ থাকবে না। কেননা ইতিপূর্বে ঢাকা বোর্ডে জেএসসির শিক্ষার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে কলেজগুলোকে এ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, 'এবারে ভর্তির সব কার্যক্রমই অনলাইনে করা হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থী, কলেজ, বোর্ড— যখন যার যে কাজ আসে, সেটাই তাকে অনলাইনে করতে হচ্ছে। সম্মিলিত উদ্যমের মাধ্যমে গোটা কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, '৪ জুলাইয়ের মধ্যে ভর্তির সব তথ্য পাওয়ার পর দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশের কাজ শুরু হবে। ৬ জুলাই এ তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ তালিকায় মাইগ্রেশন প্রত্যাশী, ইতিপূর্বে ভর্তির সুপারিশ বঞ্চিত আর বিভিন্ন ধরনের সমস্যার প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ দাখিলকারী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি থাকবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অনলাইনের বাইরে এবার কোনো ভর্তি গৃহীত হবে না। কোনো কলেজ এর বাইরে শিক্ষার্থী ভর্তি করলে তারা জন্য ওই কলেজ দায়ী থাকবে।

চার দফা পিছিয়ে ২৮ জুন মধ্যরাতের পর একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির ফল প্রকাশ করা হয়। পরদিন সকালেই শুরু হয় ভর্তি কার্যক্রম। সফটওয়্যারের ত্রুটির কারণে ফল প্রকাশের সময় বারবার পেছানো হলেও সফটওয়্যারের ত্রুটির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। যে কারণে মহিলা কলেজে ছাত্রদের পোস্টিং, কলেজের শর্তপূরণ করে না এমন শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য পাঠানো, বিজ্ঞানের কলেজে ব্যবসায় প্রশাসনের ছাত্রদের মনোনয়ন, কলেজে আবেদন না করেই দূরের কলেজে মনোনীত হওয়া, ভালো ফল করেও ভর্তির চান্স না পাওয়া, স্কুল ও কলেজের ক্ষেত্রে নিজের প্রতিষ্ঠানে চান্স না মেলা, মুক্তিযোদ্ধার কোটার প্রার্থী না হয়েও নির্বাচিত হওয়াসহ নানা ধরনের ভুলত্রুটির শিকার হয়েছে শিক্ষার্থীরা। ফলে প্রথম ধাপে প্রায় ১১ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য মনোনীত হলেও তারা সবাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে পারেনি।

শুক্র ও শনিবারও ভর্তি : এদিকে ভর্তির সময় বৃহস্পতিবার শেষ হলেও আজ এবং কালও কলেজগুলো শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে। প্রথম মেধা তালিকায় যাদের নাম আছে কেবল তারা এ দু'দিন ভর্তি হতে পারবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিকের বরাত দিয়ে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম এ তথ্য জানিয়েছে। ২৯ ও ৩০ জুন এবং ১ ও ২ জুলাই এসব শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিল আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি।